সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাকা : শনিবার ২৯ চৈত্র ১৪২০
Dhaka : Saturday 12 April 2014

সম্পাদকীয়

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সংস্কার

মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে আপস পশ্চাৎপদতা আর মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ

চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে, বৈষম্যের শিকার না হয় সেজন্যে বাংলা, ইংরেজিসহ সাধারণ শিক্ষার মূল বিষয়গুলো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সহযোগী দৈনিক গত বৃহস্পতিবার তার শীর্ষ খবরে এটা জানাতে গিয়ে বলেছে, এ লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার মূল পাঠ্যবইগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করা হচ্ছে। বইগুলোর আঙ্গিক ও মৌলিক কিছু বিষয়ের পরিবর্তনও আনা হচ্ছে।

এটা করতে গিয়ে এনসিটিবির বই থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত জর্জ হ্যারিসনের ঐতিহাসিক ছবিটি বাদ দেয়া হয়েছে। সরিয়ে ফেলা হয়েছে লালন শাহের 'মানব ধর্ম' কবিতা। বাদ পড়েছে বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য, জ্ঞানদাশের পদ্য। এর পরিবর্তে দেয়া হয়েছে মুহাম্মদ নগীরের কবিতা। ব্রতচারী নৃত্য বাদ। আরও বিস্ময়কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৈলচিত্রের ভূত' গদ্যটির শিরোনাম পরিবর্তন করে ভূত শব্দটি বাদ দিয়ে 'তৈলচিত্রের আছর' শিরোনাম দেয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ও পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের প্রচ্ছদের কিশোরীকে হিজাব ও কিশোরকে পায়জামা পরানো হয়েছে। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার উপযুক্ত করার নামে ৯টি বিষয়ের পরিবর্তন মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আপস করা হয়েছে, পিছিয়ে-দেয়া হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

শিক্ষার মর্মবাণী হলো সমাজকে আলোকিত করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পিছিয়ে নেয়া নয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক মানসম্মতভাবে যুগোপযোগী করার বাস্তবতা স্বীকারের নামে একে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকীকরণের এ হীন প্রচেষ্টার আমরা তীব্র নিন্দা করি। শিক্ষার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কীভাবে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে সেটাই প্রশ্ন। ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার নামে এ ধরনের অশিক্ষিত কূপমণ্ডূকতাকে প্রশ্রয় দান পাকিস্তান আমলের শিক্ষা সংস্কারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমে যে সংস্কার করা হচ্ছে সেটা তো আসলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে না– সাধারণ শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষাস্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর নাম যদি ২১ শতকের বাংলাদেশ তবে আমরা পাকিস্তানি আমলের চেয়েও পেছনে গিয়ে ২১ শতকের বাংলাদেশ চাই না। শিক্ষার অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীনতা এবং লালনের মানবধর্ম কিংবা মুক্তিযোদ্ধা জর্জ হ্যারিসনের ছবি কিংবা ব্রতচারীর মৌলিক ইতিহাস কখনোই ধর্মবিরোধী হতে পারে না। ইসলামবিরোধীও নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আরও সংকীর্ণ ভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সরকার এদের কী উপকার করতে চায় সেটাই প্রশ্ন। মাদ্রাসা শিক্ষার যে সংস্কার করা হচ্ছে তাতে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক হবে না, কিন্তু মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় আধুনিক তালেবান সৃষ্টি হবে। সরকারের কি সেটাই উদ্দেশ্য?

শিক্ষা ক্ষেত্রে কার বা কাদের নির্দেশে এ অপকর্মগুলো হচ্ছে সেটা এখন জানার সময় এসেছে।

প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার সঙ্গে আপস করে সরকার সমাজকে এগিয়ে নেয়ার যে ভ্রান্ত সমীকরণে রয়েছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকারের এ ধরনের আপসকামিতার নিন্দা অবশ্যই জানাতে হয়। সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা কোনকালেই বর্তমান সরকারে থাকা দলগুলোকে সমর্থন দেবে না। এটা ধ্রুবতারার মতো চিরসত্য। সরকারের এ আপসকামিতায় লাভবান হবে একমাত্র মৌলবাদী গোষ্ঠী। সরকারই তাদের বিজয়ী দেখতে চাচ্ছে?

পশ্চাৎপদতা ও অসত্যের মধ্যে ডুবিয়ে কোন শিক্ষাকেই যুগোপযোগী করা যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের নামে সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত ইতিহাস, প্রকৃত সত্য লুকিয়ে রেখে কোন শিক্ষা কখনোই জাতির জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার হতে হবে সম্পূর্ণ আধুনিক মানেই, মৌলবাদের সঙ্গে আপস করে নয়, মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে আপস করে নয়।